আখেরাত সিরিজ-৬
আখেরাত পর্ব-২

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ নামের ২য়টি আখেরাত আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:৮

১. (মুনাফিকরা) বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ, ও আখেরাতের প্রতি, অথচ তারা মুমিন নয়।

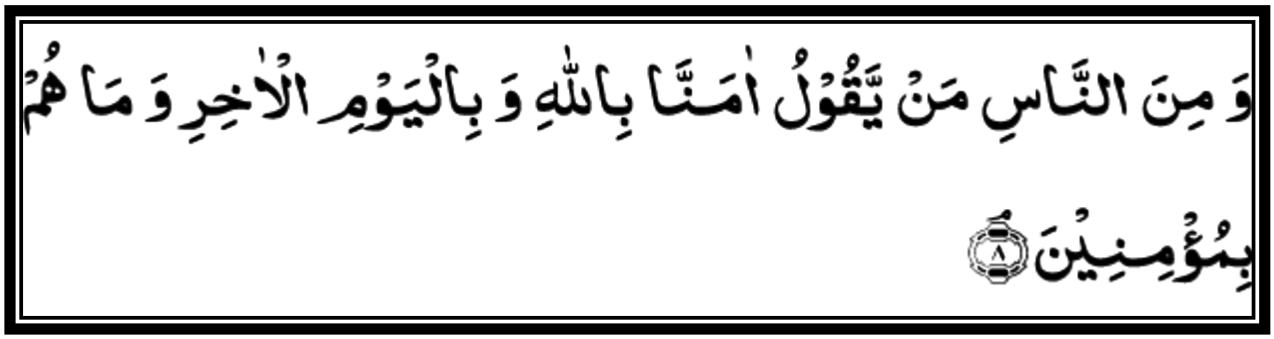

আর মানুষের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে যাহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহারা মুমিন নয়; (সূরা বাকারা ২:৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:৬২

২. ইহুদি, নাসারা, সাবি সহ যারাই ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং আমলে সালেহ করবে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

নিশ্চই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যারা ইয়াহুদি হইয়াছে এবং খ্রিস্টান ও সাবিঈন- যাহারাই আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (সূরা বাকারা ২:৬২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:৯৪

৩. [বনি ইসরাঈলিদের বলা হচ্ছে] আখেরাতের ঘর যদি শুধুমাত্র তোমাদের জন্যেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে সেখানে দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য তোমরা মৃত্যু কামনা করো।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٤﴾

বল, যদি আল্লাহর নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যাতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করো-যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা বাকারা ২:৯৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:১২৬

৪. ইব্রাহিম দোয়া করেছিল, প্রভু! মাক্কা নগরীর অধিবাসী যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে, ফল ফলারি দিয়ে তাদের জীবন ধরণের উপকরণ সরবরাহ করো।

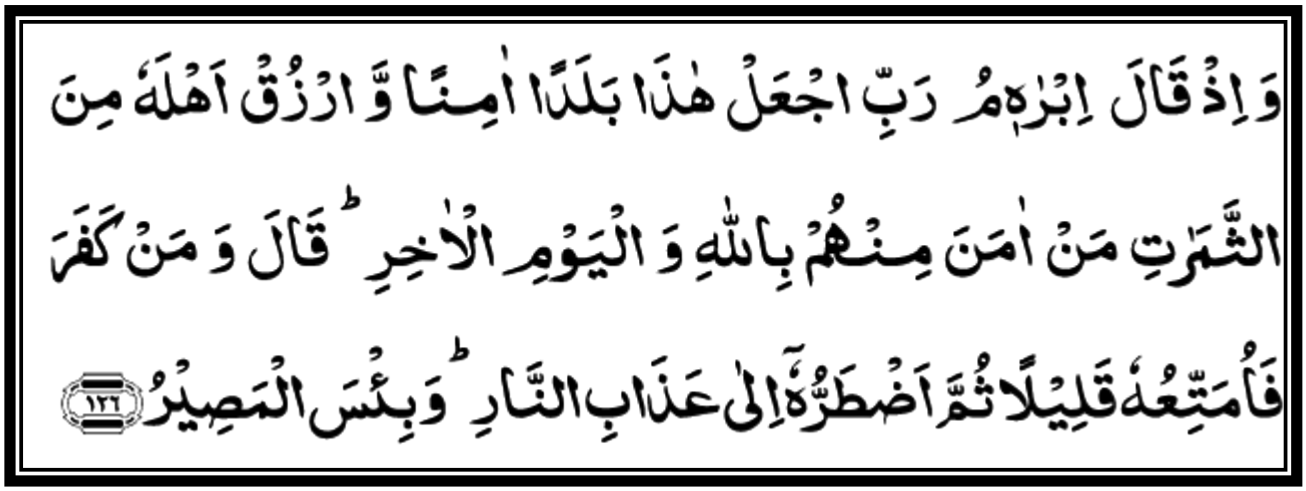
وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ
الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! ইহাকে নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে তাহাদেরকে ফলমূল হইতে জিবিকা প্রদান করিও। তিনি বলিলেন, যে কেহ কুফরি করিবে তাহাকেও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করিতে দিবে, অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং কত নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থান। (সূরা বাকারা ২:১২৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বাকারা ২:১৭৭

৫. পুণ্য তো হলো, মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতাদের, কিতাবসমূহ ও নবীর প্রতি এবং সৎ কাজ করবে এরাই মুত্তাকী।

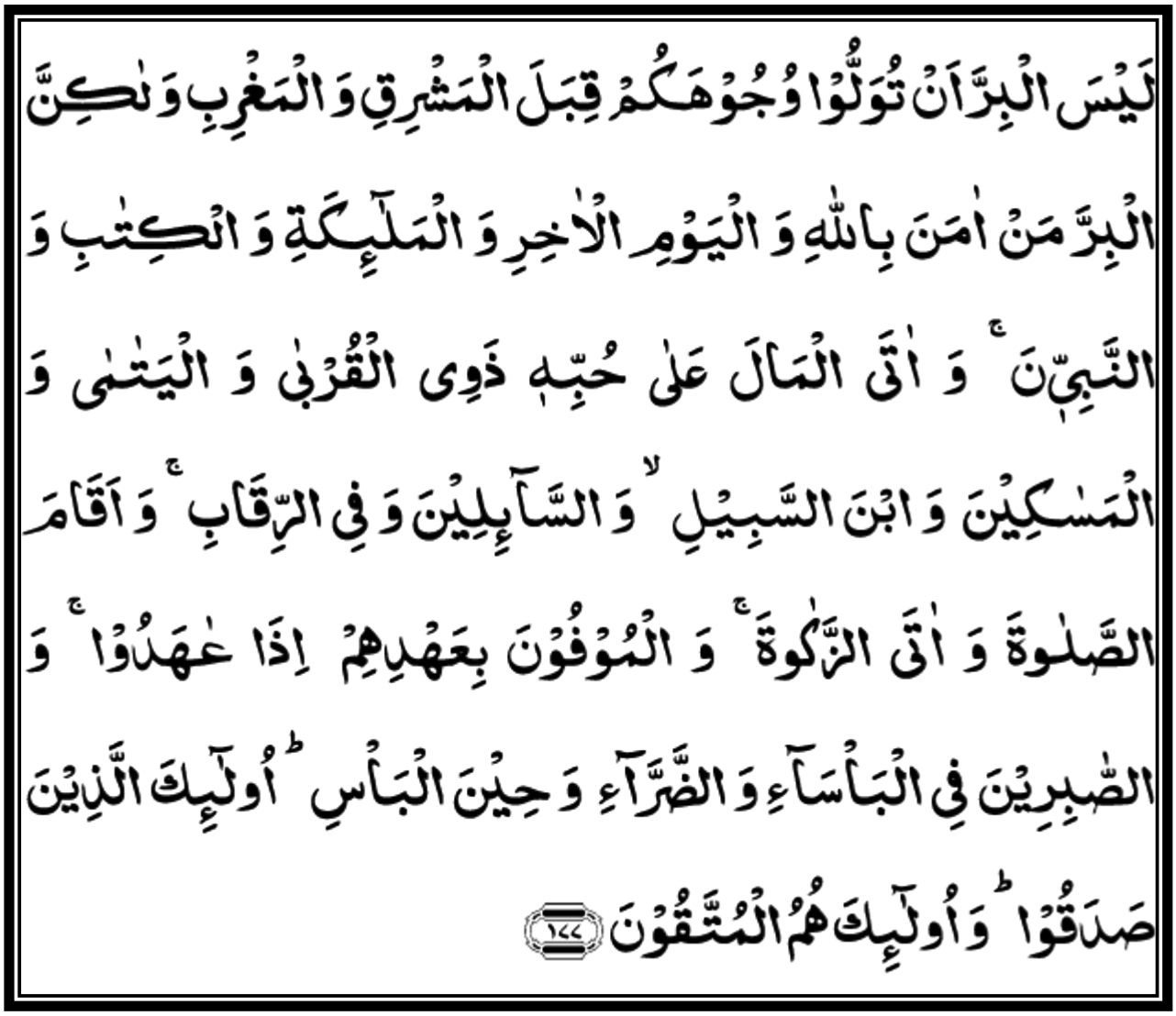
لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ
النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ
الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগনে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহপ্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করিল। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকি। (সূরা বাকারা ২:১৭৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বাকারা ২:২২৮**

৬. তালাকপ্রাপ্ত নারী যদি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তবে তাদের গর্ভে কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকলে গোপন করবে না।

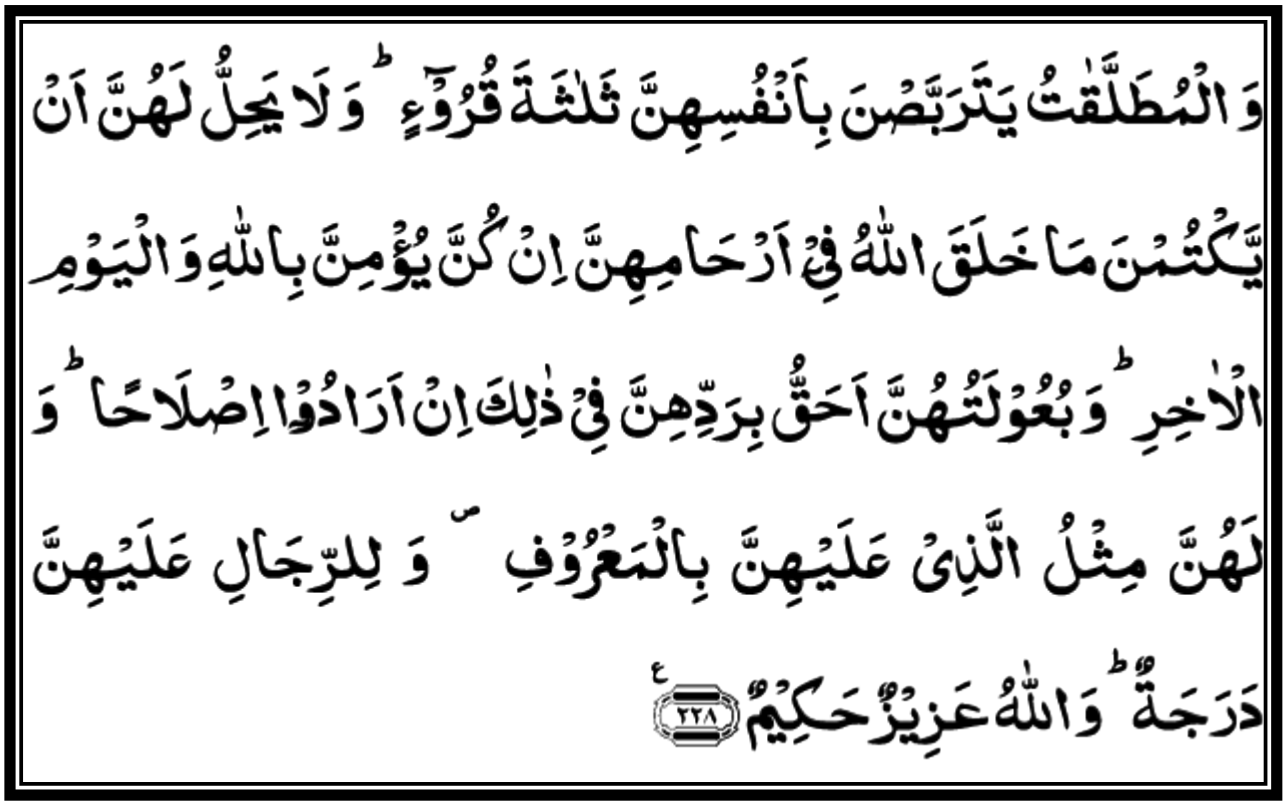
وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَ
لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হইলে তাহাকে গর্ভাশয়ে আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোস-নিস্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে তাহাদের পুন গ্রহনে তাহাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ২:২২৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বাকারা ২:২৩২**

৭. যে আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাকে বলা হচ্ছে: তুমি বাধা দিও না- যদি দুই তালাক দেয়ার পর স্ত্রী ও স্বামী পুনরায় বিয়ে করতে রাজি হয়।

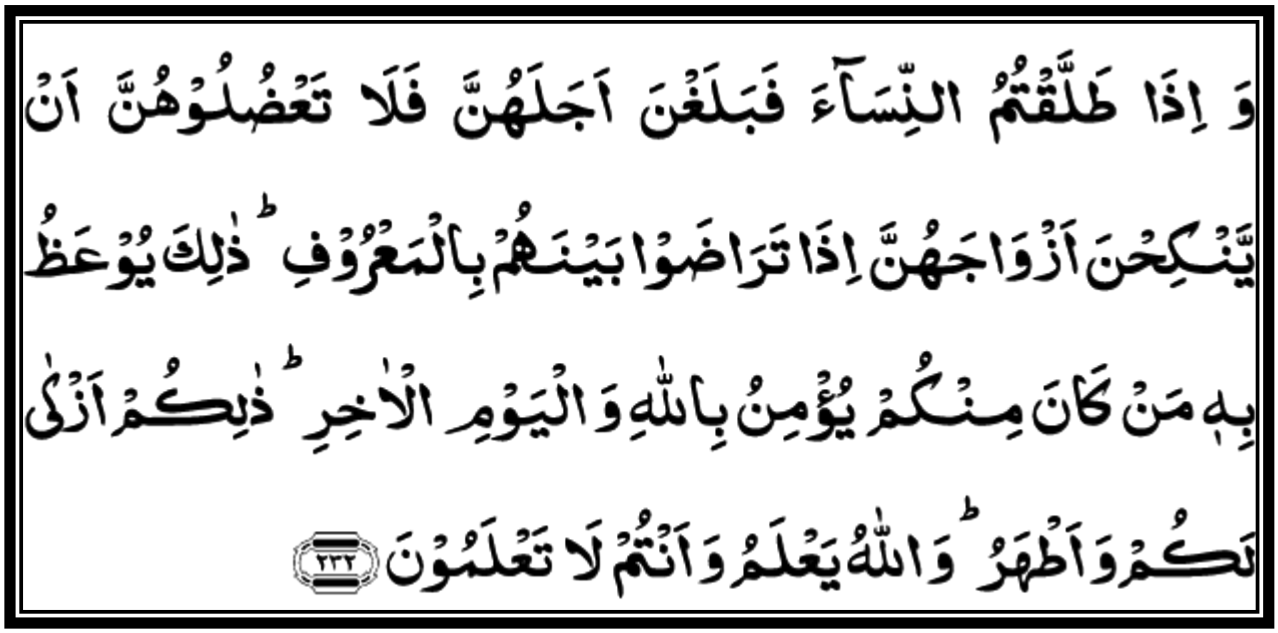
وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ
يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ
بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى
لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٢﴾

তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদেরকে বাধা দিও না। ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাকারা ২:২৩২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা বাকারা ২:২৬৪**

৮. যে দান করে লোক দেখানোর জন্যে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না।

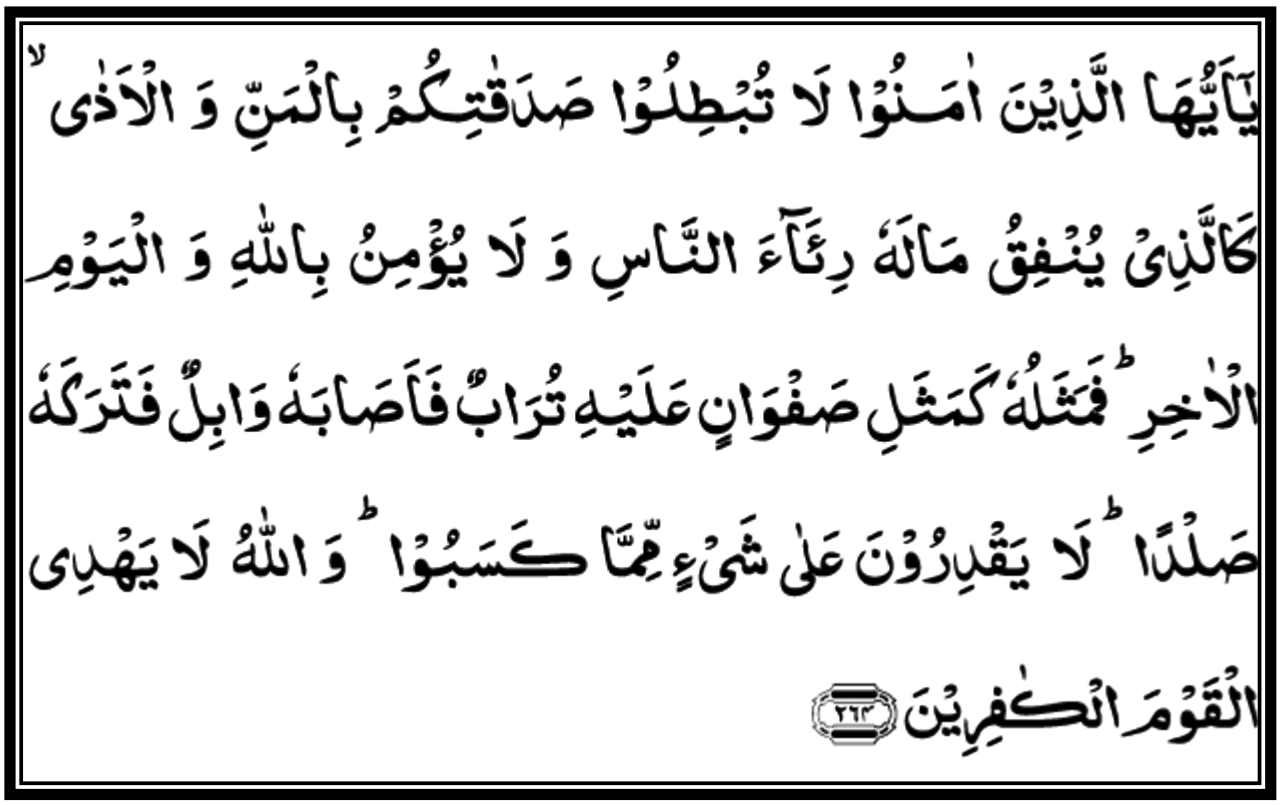
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ
كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ
صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

হে মুমিনগণ! দানের কথা বলিয়া বেড়াইয়া এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ওই ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল করিও না, যে নিজের ধনসম্পদ লোকদেখানো জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর-যাহার উপর কিছু মাটি থাকে; অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয়। যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা বাকারা ২:২৬৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নিসা ৪:৩৮,৩৯

৯. তাদের কি ক্ষতি হতো, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি আস্থা রাখতো এবং আল্লাহ তাদের যে সম্পদ দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করতো?

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾

এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না। আর শয়তান কাহারও সঙ্গী হইলে সে সঙ্গী কত মন্দ! (সূরা আন নিসা ৪:৩৮)

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾

তাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ তাহাদেরকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কি ক্ষতি হইত? আল্লাহ তাহাদেরকে ভালভাবে জানেন। (সূরা আন নিসা ৪:৩৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা আন নিসা ৪:৫৯</u>

১০. আর তোমরা যখনই কোনো বিষয়ে মতভেদ ও মতবিরোধ করবে, তা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখো।

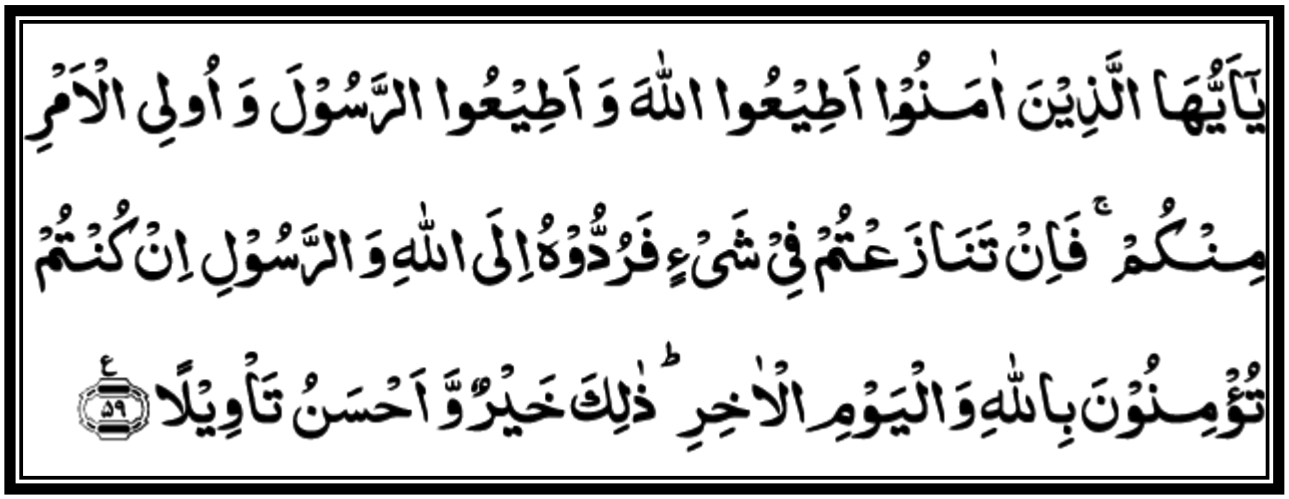

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ
مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা অনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা আন নিসা ৪:৭৪</u>

১১. সুতরাং যারা আখেরাতের সাফল্যের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রয় করে দেয়ার সাহস রাখে, তারাই আল্লাহর পথে লড়াই করুক।

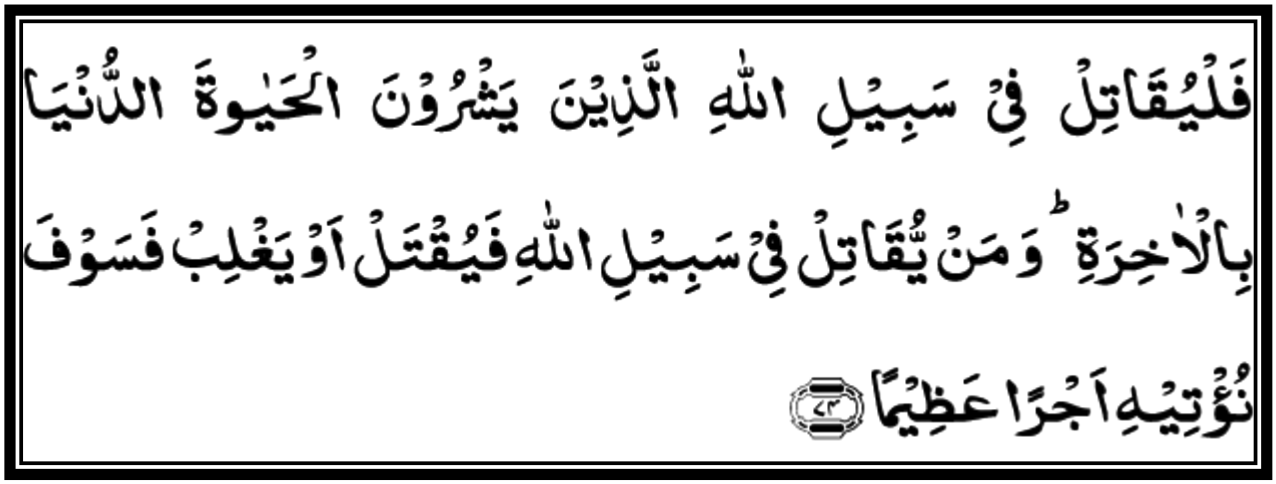

فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٤

সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করুক এবং কেহ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিবই। (সূরা আন নিসা ৪:৭৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নিসা ৪:৭৭**

১২. হে নবী! বল: পার্থিব ভোগ-সম্ভার তো সামান্য। মুত্তাকীদের জন্যে আখিরাতই সর্বোত্তম।

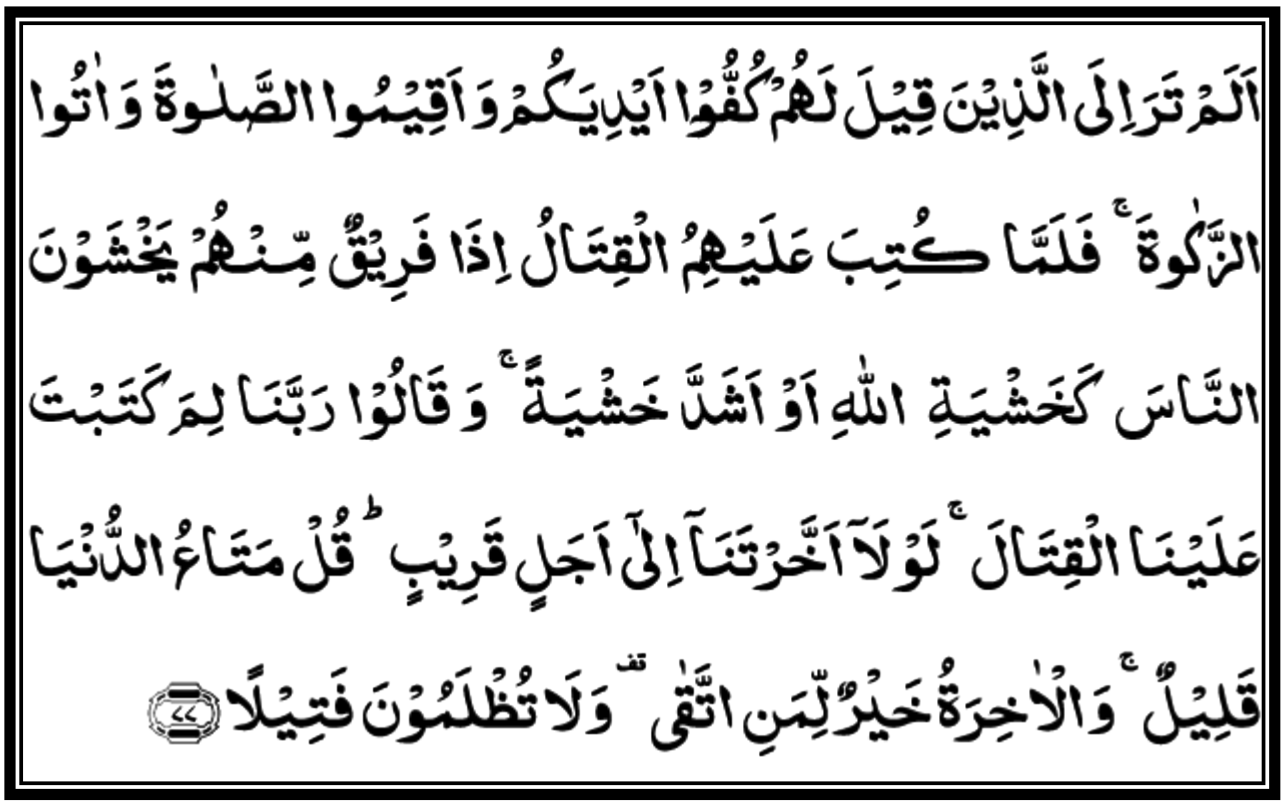
اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ
عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا
قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾

তুমি কি তাহাদেরকে দেখো নাই যাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাহাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহকে ভয় করার মতো অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদেরকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না! বল, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তাহার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমান জুলুম করা হইবে না। (সূরা আন নিসা ৪:৭৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নিসা ৪:১৩৪

১৩. কেউ যদি শুধু দুনিয়ার সওয়াব (পুরস্কার) চায়, তবে সে জেনে রাখুক, আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে সওয়াবই (পুরস্কার) রয়েছে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَ
كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

কেহ দুনিয়ার পুরস্কার চাহিলে তবে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আন নিসা ৪:১৩৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নিসা ৪:১৩৬

১৪. যে কেউ কুফরী করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি কিতাব সমূহের প্রতি, রাসূলদের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি, সে তো বিপথগামী হয়ে চলে যাবে বহু দূর।

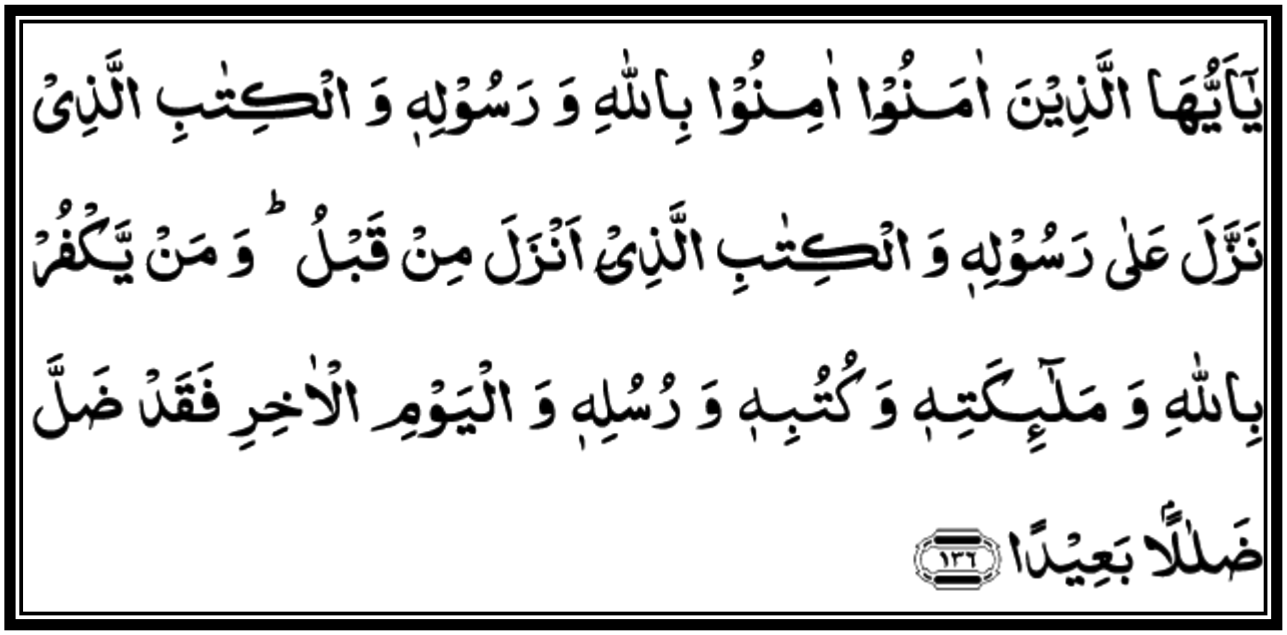
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ
نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ
بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আল্লাহ, তাহার ফিরিশতাগণ, তাহার কিতাবসমূহ, তাহার রাসুলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। (সূরা আন নিসা ৪:১৩৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নিসা ৪:১৬২**

১৫. যারা ঈমান রাখে কিতাবসমূহের প্রতি, সালাত কায়েমকারী, যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান (পোষণকারি) তাদেরকে আমরা শীঘ্রি প্রদান করবো মহাপুরস্কার।

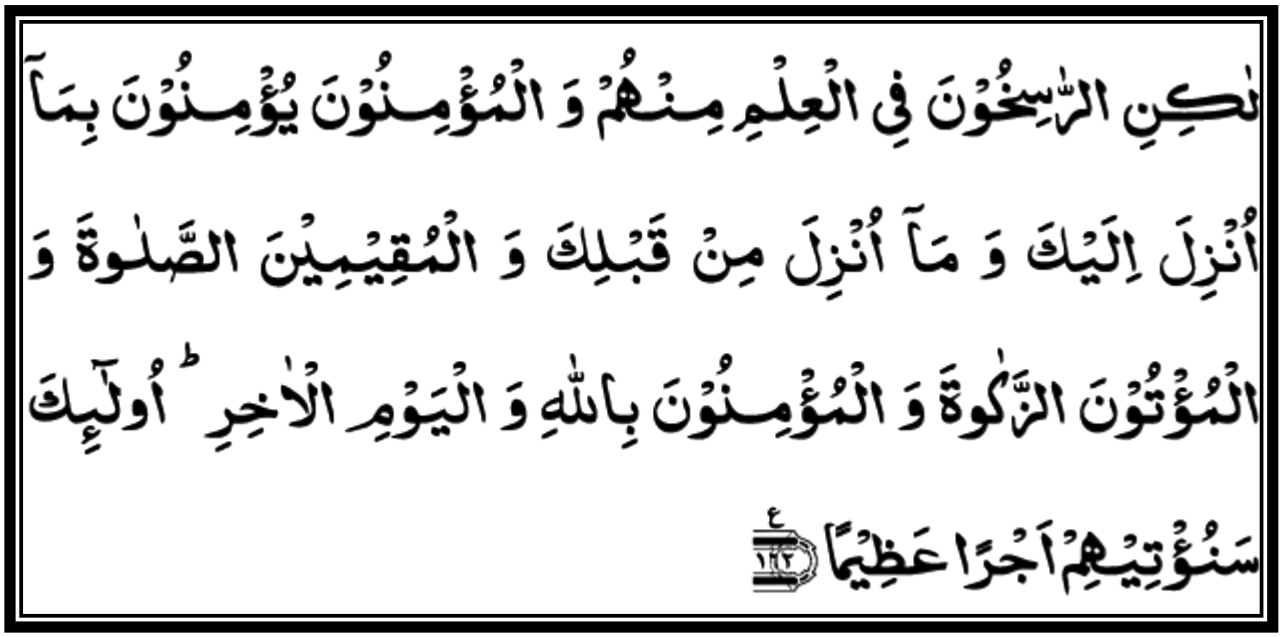
لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ
اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَ
الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ
سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা ও মুমিনগন তোমার প্রতি যাহা অবর্তীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও ঈমান আনে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে, আমি উহাদেরকে মহাপুরস্কার দিব। (সূরা আন নিসা ৪:১৬২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মায়েদা ৫:৫**

১৬. যে কেউ ঈমানের পথে আসতে অস্বীকার করবে, নিষ্ফল হয়ে যাবে তার আমল এবং আখেরাতে সে অন্তর্ভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের।

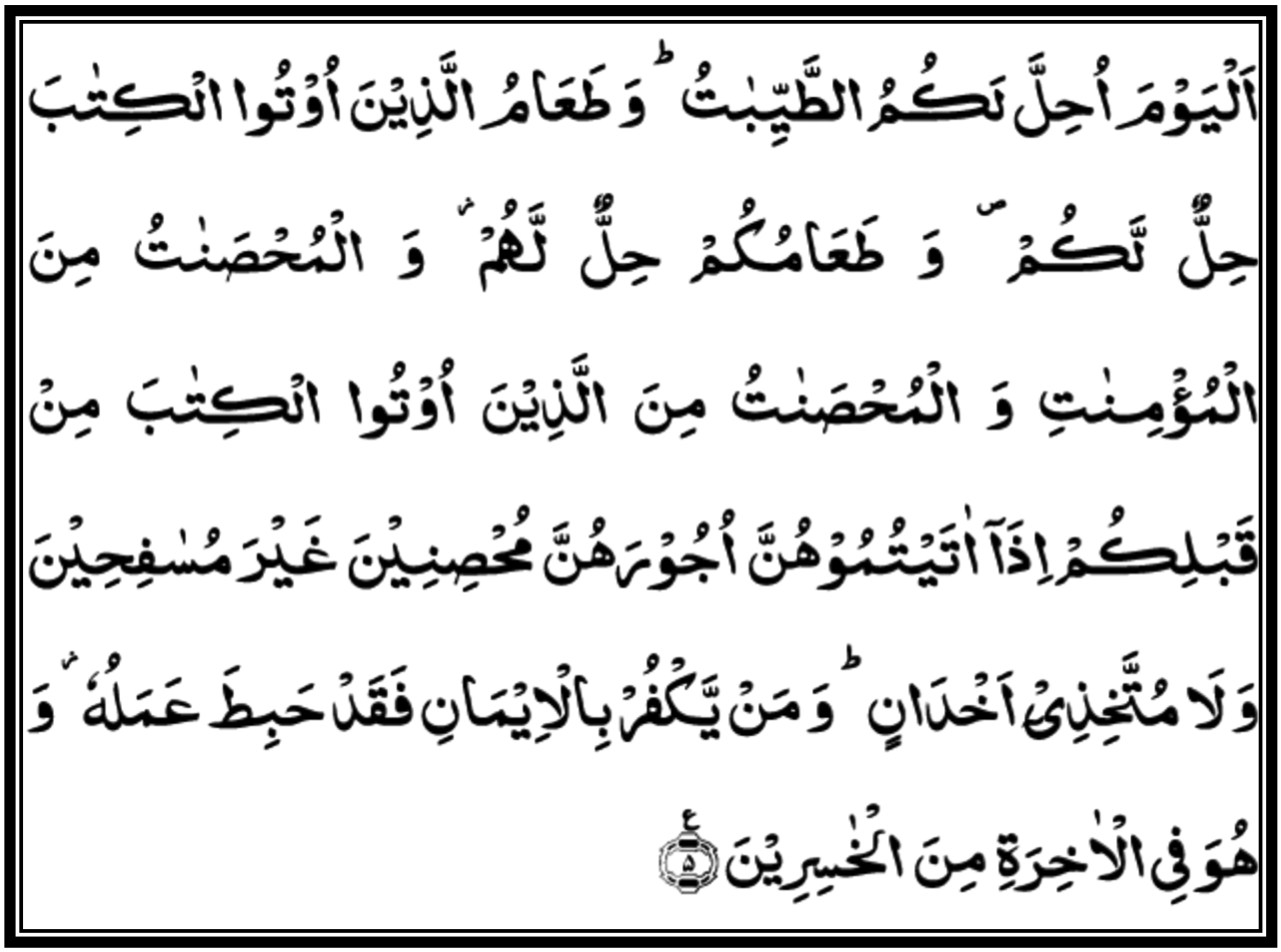
اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ
وَ لَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَ
هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হইলো, যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তাহাদের জন্য হালাল; এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের জন্য বৈধ করা হইলো যদি তোমরা তাহাদের মাহর প্রদান কর বিবাহের জন্য-প্রকাশ্য ব্যাভিচার অথবা গোপন প্রণয়নী গ্রহনের জন্য নয়। কেহ ঈমান প্রত্যাখান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (সূরা আল মায়েদা ৫:৫)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল মায়েদা ৫:৩৩**

১৭. এ (শাস্তি) হলো তাদের (ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের) দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।

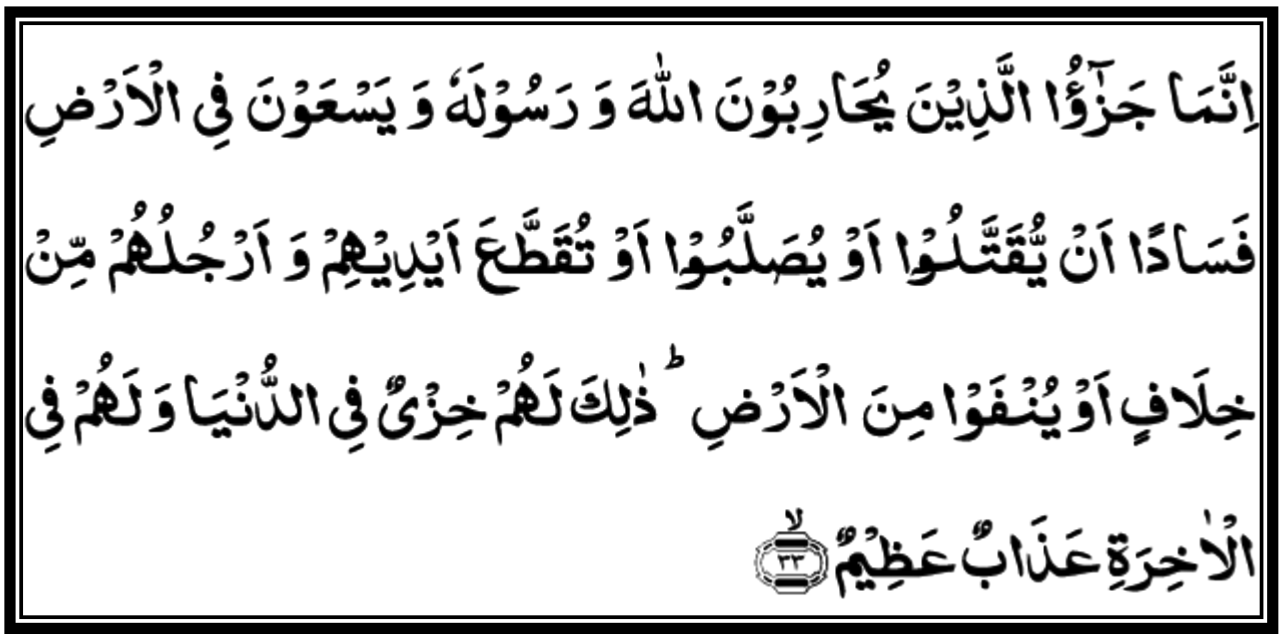
إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ
فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي
الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿۳۳﴾

যাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে তাহাদেরকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়ে ফেলা হইবে অথবা তাহাদেরকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে। দুনিয়ায় ইহাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে; (সূরা আল মায়েদা ৫:৩৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মায়েদা ৫:৪১

১৮. তাদের (মুনাফিক ও ইহুদিদের) জন্যে দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট আযাব।

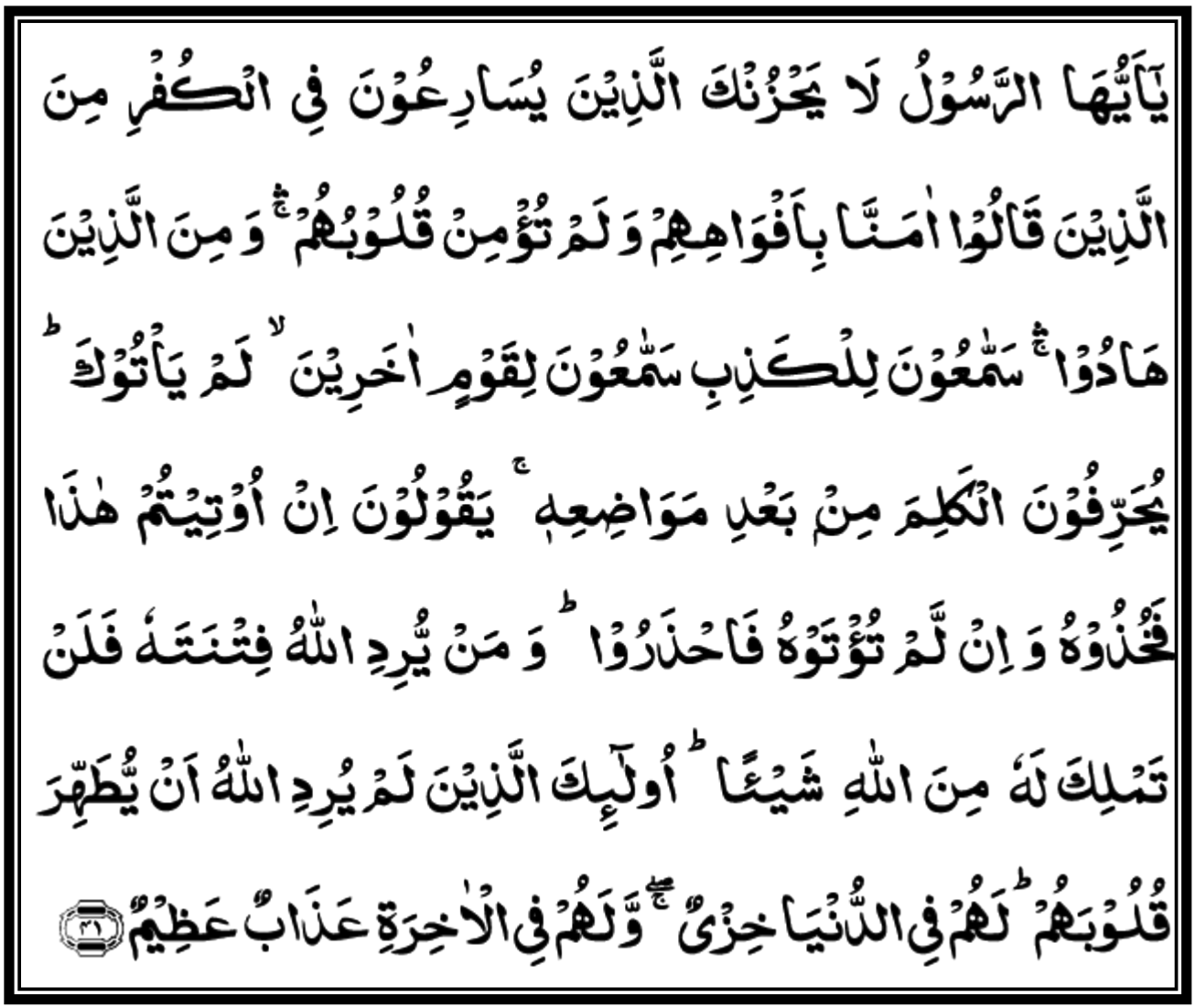
يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ
هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا
فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ
تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ
قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়- যাহারা মুখে বলে, ঈমান আনিয়াছে, অথচ তাহাদের অন্তরে ঈমান আনে না এবং ইয়াহুদিদের মধ্যে যাহারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যাহারা কান পাতিয়া থাকে। শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যাস্ত থাকার পরও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃতি করে। তাহারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা না দিলে বর্জন করিও। এবং আল্লাহ যাহার পথচ্যুতি চান তাহার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করিতে চান না; তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি। (সূরা আল মায়েদা ৫:৪১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল মায়েদা ৫:৬৯</u>

১৯. ইহুদি, সাবি, নাসারা ও মুমিনরা, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে ও আমলে সালেহ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাও নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

মুমিনগণ, ইয়াহূদীগণ, সাবীগণ ও খ্রিস্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনিলে এবং সৎকাজ করিলে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না (সূরা আল মায়েদা ৫:৬৯)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহ, ফেরেশতাদের কিতাবসমূহ, নবীদের ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনি, ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকি এবং আমলে সালেহ করি।

আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/